দানিয়েলের বই - সংখ্যা একশ তেরিশ

শাশ্বত ভিত্তি: ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে খ্রিষ্ট এবং বিশ্বাসীর বিশ্বাস

Jeff Pippenger
2024-04-13

পিতর যে 'সত্য' স্বীকার করেছিলেন, সেটাই বিশ্বাসীর বিশ্বাসের ভিত্তি। সেটাকেই খ্রিষ্ট স্বয়ং শাশ্বত জীবন বলে ঘোষণা করেছেন। সেই 'সত্য' খ্রিষ্ট সম্পর্কে দুটি দিকি নির্দেশ করেছিল। প্রথমত, খ্রিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একটি উপাদান। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে যে পথচিহ্নসমূহ উপস্থাপন করে, সেগুলিই খ্রিষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্নগুলোর পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠা করে, এবং এরই ভিত্তিতে সিস্টার হোয়াইট বারবার বলেছেন যে আমাদের অবশ্যই পথচিহ্নসমূহ রক্ষা করতে হবে, কারণ সেই পথচিহ্নসমূহ যিশু খ্রিষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রিষ্টের সময়ে পরীক্ষার বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল যে পথচিহ্নটি, তা ছিল তাঁর বাপ্তিস্ম; এবং এটি পবিত্র সংস্কার-রেখাসমূহের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেগুলো ঐশ্বরিক প্রতীকের অবতরণ দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

মোশির সংস্কারের ধারায়, ঈশ্বরত্ব অবতরণ করে একটি জ্বলন্ত ঝোপে অধিষ্ঠিত হয়েছিল—এটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঐক্যের প্রতীক। সত্তর বছরের শেষে সংস্কারের ধারায়, মিখায়েল অবতরণ করেছিলেন কোরেশকে প্রথম ফরমান জারি করার কাজে অগ্রসর হতে ক্ষমতাবান করতে, এবং একই সময়ে দানিয়েল খ্রিষ্টের স্বরূপে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। খ্রিষ্টের সংস্কারের ধারায়, পবিত্র আত্মা কবুতরের রূপে অবতরণ করে ঈশ্বরের পুত্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন—এটি ঈশ্বরত্ব ও মানবতার ঐক্যের প্রতীক। মিলারাইট ইতিহাসে ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট যে স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন "যিশু খ্রিষ্ট ছাড়া আর কেউ নন"; তিনি একটি ছোট গ্রন্থ নিয়ে অবতরণ করেছিলেন, যা খেতে বলা হয়েছিল, এবং তিনিই সেই ছোট গ্রন্থ ছিলেন। সেখানে তিনি প্রদর্শন করলেন যে ঈশ্বরত্ব ও মানবতার ঐক্য স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটির মাংস ও রক্ত খাওয়া ও পান করার মাধ্যমেই সাধিত হয়।

পবিত্র ইতিহাস পবিত্র, কারণ তা খ্রিষ্টের উপস্থিতিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্য ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলোর যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, সেই ভবিষ্যদ্বাণগিুলিই যিশু খ্রিষ্ট, কারণ তিনিই 'বাক্য'। যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণগিুলো ইতিহাসে পূর্ণ হয়, তখন ঘটনাগুলো তাঁর বাক্যের পূর্ণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর তাঁর বাক্য সত্য। এই ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করে তাঁরই বাক্য, এবং ঘটনা ঘটলে পূর্ণ হয় তাঁরই বাক্য; সুতরাং শুরুতেও এবং শেষেও যিশু খ্রিষ্টই আছেন, কারণ তিনিই আলফা ও ওমেগা। তাই পিতর যখন ঘোষণা করলেন যে যিশু হলেন খ্রিষ্ট এবং জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, তখন তিনি এমন এক মাইলফলক চিহ্নিত করেছিলেন যা ছিল যিশু খ্রিষ্ট, এবং এমন এক মাইলফলক যা অন্তিম কালে তার নিখুঁত পরিপূরণে পৌঁছায়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ছিল খ্রিষ্টের নিখুঁত পরিপূরণ।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তিকে প্রত্যাখ্যান করা মানে জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করা। পিতর যে সত্যটি ব্যক্ত করেছিলেন, তা ছিল 'বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভিত্তি', এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর খ্রিস্ট তাঁর শেষদিনের জনগণকে যিরমিয়ের 'প্রাচীন পথসমূহ'-এ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যা প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের

বার্তার আন্দোলনের 'ভিত্তিসমূহ'কে প্রতিনিধিত্ব করে। পিতার এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যারা সেই সময়কালে সিলমোহরপ্রাপ্ত হয় যখন চার স্বর্গদূত চার বাতাসকে সংযত করে রাখছেন। সিলমোহরের সময়টি একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাল, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইনে গিয়ে শেষ হবে। যীশু সর্বদা কোনো বিষয়ের শেষকে সেই বিষয়ের শুরু দিয়ে চিত্রিত করেন।

সীলকরণের সময়ের শুরুতে প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যেমন বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মাও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং সেই স্বর্গদূত ছিলেন "স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট ব্যতীত আর কেউ নন", কারণ মিলারাইট ইতিহাসে যিনি তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতও ছিলেন "স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট ব্যতীত আর কেউ নন"। শীঘ্রই আসতে থাকা রবিবারের আইনের সময় "স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট ব্যতীত আর কেউ নন" আবার অবতীর্ণ হবেন এবং প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের দুটি বার্তার মধ্যে দ্বিতীয়টি উপস্থাপন করবেন, যখন তিনি তাঁর অন্য পালকে বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করবেন। সীলকরণের সময়ের মধ্যভাগে, একজন স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যেমন ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল মিলারাইট আন্দোলনের প্রথম হতাশার সময় দ্বিতীয় স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সেই দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমন এবং ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে, মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা পৌঁছালে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় শক্তি যোগাতে বহু স্বর্গদূত পাঠানো হয়েছিল। মিলারাইট ইতিহাসে এই স্বর্গদূতদের আগমনের প্রসঙ্গে, সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে যারা এই বার্তাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, যেমন নিঃসন্দেহে ইহুদিরা খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

> আমি দেখলাম যে, যেমন ইহুদিরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তেমনই নামমাত্র গির্জাগুলো এই বার্তাসমূহকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল; অতএব সর্বপবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, এবং সেখানে যীশুর মধ্যস্থতার মাধ্যমে তারা উপকৃত হতে পারে না। আর্লি রাইটিংস, ২৬১।

দূতদের প্রতিনিধিত্বকারী বার্তাগুলো যখন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন তা খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ তিনিই এসব বার্তা ও সেগুলোর ঐতিহাসিক পরিপূর্ণতার মূর্তরূপ। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই, "যিশু খ্রিষ্ট স্বয়ং" অবতরণ করেছিলেন, যা প্রথম হতাশা এবং প্রতীক্ষার সময়ের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। রাস্তায় নিহত তাঁর অন্তিমকালের লোকদের মৃত, শুষ্ক অস্থিগুলোকে জাগিয়ে তোলা হওয়ার কথা ছিল সেই একমাত্র কণ্ঠস্বর শোনার মাধ্যমে, যে কণ্ঠস্বর মানুষকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে।

> সত্যই, সত্যই, আমি তোমাদের বলছি, সময় আসছে, বরং এখনই, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের কণ্ঠ শুনবে; এবং যারা শুনবে তারা বাঁচবে। কারণ যেমন পিতার নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকে দিয়েছেন যাতে পুত্রের নিজের মধ্যে জীবন থাকে; এবং তিনি তাঁকে বিচার কার্যকর করার কর্তৃত্বও দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র। এতে আশ্চর্য হয়ো না; কারণ সময় আসছে, যখন কবরগুলির মধ্যে যারা আছে তারা সবাই তাঁর কণ্ঠ শুনবে, এবং বেরিয়ে আসবে—যারা সৎ কাজ করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানে; আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা দণ্ডের পুনরুত্থানে। যোহন ৫:২৫-২৯।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে, তাঁর কণ্ঠস্বর মৃত শুকনো হাড়গুলোকে জীবিত হতে আহ্বান করল, এবং তারপর আলফা ও ওমেগা মোহরকরণের সময়ের সূচনাটি পুনরাবৃত্তি করলেন, কারণ ২০২৩ সালের জুলাই মাস মোহরকরণের সময়ের সমাপ্তিকালকে চিহ্নিত করে। এরপর তাঁর জনগণকে আবার যিরমিয়াহের পুরাতন পথগুলোতে, মিলারাইট ইতিহাসের ভিত্তিগুলির দিকে, ফিরে আসতে ডাকা হলো। মিলারাইটদের সূচনা ও সমাপ্তির ভিত্তিমূলক বার্তাই ছিল মিলারাইট ইতিহাসের প্রথম ও শেষ বার্তা, যা ছিল লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের "সাত গুণ"।

জুলাই ২০২৩-এ, ঈশ্বরের শেষ দিনের জনগণকে আবারও আদেশ দেওয়া হয়েছিল ছোট পুস্তকটি গ্রহণ করে তা ভক্ষণ করতে। তারা যখন সেই ছোট পুস্তকটি ভক্ষণ করে, তখন তাদের পরীক্ষা করা হয় এই দেখার জন্য যে তারা প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় নয়ের তৃতীয় বিপদের বার্তা (পূর্বের সংবাদ) এবং দানিয়েল অধ্যায় এগারোর বার্তা (উত্তরের সংবাদ) স্বীকার করবে কি না। এই পরীক্ষার প্রক্রিয়া তাদের দানিয়েল অধ্যায় এগারোর তেরো থেকে পনেরো পদে নিয়ে যায়, যা পানিয়ুমের যুদ্ধ, অর্থাৎ কায়সারিয়া-ফিলিপ্পী, এবং যা হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা, যেখানে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছে এমন দুই শ্রেণী প্রকাশিত হয়: এক শ্রেণি ‘যারা সৎ কাজ করেছে, জীবনের পুনরুত্থানে; আর যারা মন্দ কাজ করেছে, দণ্ডের পুনরুত্থানে।’

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরীকরণের সময় তিনটি কণ্ঠস্বর রয়েছে, এবং তিনটিই ‘কম কেউ নয়, স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টের’ কণ্ঠস্বর। প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, যখন নিউ ইয়র্ক শহরের বিশাল অট্টালিকাগুলো ঈশ্বরের এক স্পর্শে ধসে পড়েছিল। দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি মহাদূত মিখায়েলের কণ্ঠস্বর, যিনি মৃতদের তাদের কবর থেকে ডাকেন। তৃতীয় কণ্ঠস্বরটি প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর, যা প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের ‘মহাভূমিকম্প’-এর সময়ে তাঁর অন্য পালকে বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসতে ডাকে। কায়সারিয়া ফিলিপ্পিতে পিতরের স্বীকারোক্তির পূর্ণ পরিপূর্তি ঘটে, যখন খ্রিষ্ট তাঁর অন্তিম দিনের লোকদের ‘শেষ দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশে’ নিয়ে যান।

দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ পদে উল্লিখিত পানিয়াম, দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই "অংশ", যা সীলবদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং যা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে চিহ্নিত করে। পানিয়াম হল ১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসের এক্সেটোর ক্যাম্প মিটিং; এটি এমন এক ইতিহাস, যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে পরিপূর্ণতা পায়, এবং এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কপালে ঈশ্বরের সীল অঙ্কিত করে। আমরা এখন যে পদগুলো অধ্যয়ন করছি, সেগুলো অত্যন্ত পবিত্র ভূমি।

> যে সত্যটি পিতর স্বীকার করেছিলেন, সেটিই বিশ্বাসীর বিশ্বাসের ভিত্তি। এটাই সেই সত্য, যাকে খ্রিস্ট নিজেই চিরন্তন জীবন বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আত্মপ্রশংসার কোনো ভিত্তি ছিল না। নিজের কোনো জ্ঞান বা সৎগুণের দ্বারা পিতরের কাছে এটি প্রকাশিত হয়নি। মানবজাতি কখনোই, নিজের দ্বারা, ঐশ্বরিক জ্ঞানে পৌঁছাতে পারে না। ‘এটি স্বর্গের মতো উচ্চ; তুমি কী করতে পার? পাতালের চেয়েও গভীর; তুমি কী জানতে পার?’ ইয়োব ১১:৮। কেবল পুত্রত্বের আত্মাই আমাদের কাছে ঈশ্বরের গভীর বিষয়সমূহ প্রকাশ করতে পারে, যা ‘চোখ দেখেনি, কান শোনেনি, এমনকি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশও করেনি।’ ‘ঈশ্বর সেগুলো আমাদেরকে তাঁর আত্মার

> দ্বারা প্রকাশ করেছেন; কারণ আত্মা সবকিছুকে, হ্যাঁ, ঈশ্বরের গভীর বিষয়সমূহও অনুসন্ধান করে।’ ১ করিন্থীয় ২:৯, ১০। ‘প্রভুর গোপন কথা থাকে তাঁদের সঙ্গে যারা তাঁকে ভয় করে’; আর পিতর যে খ্রিস্টের মহিমা অনুধাবন করেছিলেন, সেটিই এই প্রমাণ ছিল যে তিনি ‘ঈশ্বর কর্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত’ ছিলেন। গীতসংহিতা ২৫:১৪; যোহন ৬:৪৫। আহ, সত্যিই, ‘ধন্য তুমি, শিমোন বার-যোনাহ; কারণ মাংস ও রক্ত এটি তোমার কাছে প্রকাশ করেনি।’
>
> যীশু আরও বললেন: "আমি তোমাকে আরও বলছি, তুমি পিতর; আর এই শিলার উপর আমি আমার কলিসিয়া নির্মাণ করব; এবং নরকের দ্বার তার বিরুদ্ধে জয়ী হবে না।" পিতর শব্দটির অর্থ একটি পাথর,—একটি গড়িয়ে চলা পাথর। কলিসিয়া যে শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পিতর সেই শিলা ছিলেন না। তিনি যখন শাপ-শাপান্ত ও শপথ করে তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করেছিলেন, তখন নরকের দ্বার তাঁর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। কলিসিয়া নির্মিত হয়েছিল সেই একজনের উপর, যাঁর বিরুদ্ধে নরকের দ্বার জয়ী হতে পারেনি।

কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের যে বার্তা দিচ্ছিলেন, তা ছিল এবং এখনো আছে ‘মধ্যরাত্রির আহ্বান’-এর বার্তা; এবং তা স্থাপিত হয়েছে এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে—একদিকে গ্রিক দেবতা প্যান, যার মন্দিরকে বলা হতো ‘নরকের দ্বার’, এবং অন্যদিকে পৃথিবীর জন্তুর দুটি ধর্মত্যাগী শিং। মাক্কাবিরা ছিল ঈশ্বরের ধর্মত্যাগী জনগণ; তারা দাবি করত যে তারা ঈশ্বরের মণ্ডলীর রক্ষক, কারণ তারা গ্রিকদের ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। তারা নিজেদেরকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক—উভয় নেতারূপে পরিচয় দিত। তারা সেই পতিত চার্চগুলোর ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে এখন জন্তুর প্রতিমূর্তি গড়ে তুলছে এবং গ্লোবালিস্টদের ওয়োকিজম ও মা পৃথিবীর ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ধর্মত্যাগী সেই শিংদ্বয় বৈশ্বিকতাবাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে তাদের সংগ্রামে জয়ী হয়, এবং একই সময়ে মূর্খ কুমারীদের শেষে অবশেষে অপসারণের মাধ্যমে সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটি পরিশুদ্ধ হচ্ছে, যাতে শীঘ্র আগত রবিবারের আইনের ‘মহা ভূমিকম্প’-এ পতাকার মতো তা উত্তোলিত হতে পারে।

দানিয়েলের পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশটি শেষ সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আবার যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশ এবং মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাও বটে, তা যিহূদা গোত্রের সিংহ কর্তৃক কায়সারিয়া ফিলিপ্পি, যা প্যানিয়ুম, সেখানে মোহর খোলা হয়। এটির মোহর খোলা হয় অতল গহ্বর থেকে আগত নাস্তিক পশুদের সঙ্গে সেই প্রজাতন্ত্রবাদের শৃঙ্গের মধ্যকার যুদ্ধের মাঝখানে—যে শৃঙ্গটি ২০১৫ সালে ঐ পশুটিকে উসকে দিতে শুরু করেছিল—এবং এখন পরাক্রমশালী এক সেনাবাহিনী হিসেবে পুনরুত্থিত হতে থাকা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের খাঁটি শৃঙ্গের বিরুদ্ধেও।

পিতর যে সত্যটি স্বীকার করেছিলেন, তা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মাইলফলককে যেমন নির্দেশ করে, তেমনি ঘোষণা করে যে খ্রিষ্ট জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যিশু ঈশ্বরের পুত্র—এই ঘোষণায় যে সত্য নিহিত রয়েছে, তা যেমন পিতরের দিনে ‘যিশু মশীহ কি না’—এই প্রশ্নটি ছিল নিশ্চিত এক পরীক্ষা, তেমনই এক পরীক্ষাস্বরূপ সত্য। ‘যিশু ঈশ্বরের পুত্র’—এই ঘোষণা পুত্র কে—এ বিষয়ে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছিল, তার সবকিছুকেই উপস্থাপন করে। এটি কেবল যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তাই নয়, তিনি মনুষ্যপুত্রও ছিলেন—এ কথাটিকেও প্রতিনিধিত্ব করে। এটি হল ঈশ্বরত্বের মানবত্বে অবতার গ্রহণের সত্য; আর এই কাজটাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার সময় সম্পন্ন হয়।

‘অবতার’-এর সত্যটি হল শেষকালের সেই সত্য, যা আদিতে ‘বিশ্রামদিন’-এর সত্য দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনকে চিহ্নিত করেছিল। যখন কোনো স্বর্গদূত আগমন করেন, তখন যে সময়ে সত্যের সিলমোহর খোলে, সেই সময়ের উপযোগী এক বিশেষ সত্য যিহূদার গোত্রের সিংহ উন্মোচিত করেন, এবং সেই সত্যটি যে প্রজন্মে উন্মোচিত হয়, সেই প্রজন্মকে পরীক্ষা করে। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪—এই ছেচল্লিশ বছরে তিনি যে মন্দির স্থাপন করছিলেন, সেখানে হঠাৎ আগত খ্রিস্টের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যসমূহ প্রকাশিত হলো। খ্রিস্টের বিচারকার্য, ঈশ্বরের আইন, মহাযাজক হিসেবে তাঁর ভূমিকা, পশুর ছাপের বিষয় এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর—সবই উন্মোচিত হলো। সিস্টার হোয়াইটকে দেখানো হয়েছিল যে, ঐসব সত্যের মধ্যে একটি সত্য ছিল, যেটিকে আলফা ও ওমেগা বিশেষ আলোকে চিহ্নিত করেছিলেন।

> আমি বিস্মিত হলাম, যখন দেখলাম দশ আজ্ঞার একেবারে কেন্দ্রে চতুর্থ আজ্ঞাটি, এবং একটি মৃদু আলোর জ্যোতির্বলয় সেটিকে বেষ্টন করে আছে। স্বর্গদূত বললেন: ”দশটির মধ্যে এটিই একমাত্র, যা জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচয় দেয়—যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তখনই বিশ্রামদিনের ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছিল।” সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ১, ৭৫।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলকরণের সময় এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের কারণে তা বিলম্বিত হয়েছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের সীলকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন খ্রিস্ট—যিনি প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত হিসেবে উপস্থাপিত—তাঁর হাতে একটি লুক্কায়িত পুস্তক নিয়ে অবতরণ করলেন, যা ঈশ্বরের শেষ দিনের লোকদের খেতে বলা হয়েছিল। আলফা ও ওমেগা সর্বদা আরম্ভের মাধ্যমে অন্তকে ব্যাখ্যা করেন, তাই অন্তিম কালে আরেকটি সত্য বিশেষ আলোয় আনা হয়েছিল, এবং তা সরাসরি বিশ্রামদিনের সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল—যে সত্যটি প্রথমবার খ্রিস্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীল করার চেষ্টা করার সময় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

> দানিয়েলের নির্ধারিত স্থানে দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে। দানিয়েলকে যে আলো দেওয়া হয়েছিল, সেই আলো যেমন আগে কখনও যায়নি, তেমনভাবে এখন সারা বিশ্বে পৌঁছানোর সময় এসে গেছে। যাদের জন্য প্রভু এত কিছু করেছেন, তারা যদি আলোর মধ্যে চলেন, তবে এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তির কাছাকাছি আসতে আসতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এবং তাঁর সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

> "যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় থাকে তারা ধার্মিকতার সূর্যের আলোতে চলাফেরা করে। তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের পথ কলুষিত করে তাদের উদ্ধারকর্তাকে অসম্মান করে না। স্বর্গীয় আলো তাদের ওপর দীপ্তি ছড়ায়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা অপরিমেয় মূল্যবান, কারণ তারা খ্রিষ্টের সঙ্গে একাত্ম। তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভরা। তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সত্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়। অবতারগ্রহণের তত্ত্ব স্নিগ্ধ প্রভায় মণ্ডিত হয়। তারা দেখে যে পবিত্র শাস্ত্রই সেই চাবি যা সব রহস্য উন্মোচন করে এবং সব সমস্যার সমাধান করে। যারা আলো গ্রহণ করতে এবং আলোতে চলতে অনিচ্ছুক ছিল তারা ঈশ্বরভক্তির রহস্য বুঝতে পারবে না, কিন্তু যারা ক্রুশ তুলে নিতে এবং যীশুকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি তারা

ঈশ্বরের আলোতে আলো দেখবে।" Manuscript Releases, সংখ্যা ২১, ৪০৬, ৪০৭।

অবতার গ্রহণের মতবাদ হল এই সত্য যে দৈবত্ব ও মানবত্বের ঐক্য পাপ করে না, এবং শেষ কালে যারা সেই অভিজ্ঞতায় পৌঁছেছে তাদের চিহ্ন হল বিশ্রামের দিন।

> তদুপরি আমি তাদেরকে আমার বিশ্রামদিনগুলো দিয়েছিলাম, যাতে সেগুলো আমার ও তাদের মধ্যে একটি চিহ্ন হয়, যেন তারা জানে যে আমিই সেই প্রভু যিনি তাদের পবিত্র করি। ইজেকিয়েল ২০:১২।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন চিরকালের জন্য মোহারিত হয়, এবং মোহর দেওয়ার প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার একেবারে শেষে—রবিবারের আইন আসার ঠিক আগে—যখন মোহরটি বসানো হয়, সেই স্বল্প সময়কালকে নির্দেশ করে। সেই স্বল্প সময়কালে দেবত্ব মানবত্বের সঙ্গে স্থায়ীভাবে একীভূত হয়।

> মহান প্রস্তুতির কাজে তোমরা কী করছ, ভাইয়েরা? যারা জগতের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে, তারা জাগতিক ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং পশুর চিহ্নের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। আর যারা নিজেদের ওপর ভরসা করে না, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নম্র করছে এবং সত্যের আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করছে—তারা স্বর্গীয় ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং তাদের কপালে ঈশ্বরের মোহরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যখন ফরমান জারি হবে এবং ছাপ বসানো হবে, তখন তাদের চরিত্র চিরকাল নির্মল ও কলঙ্কহীন থাকবে।
>
> "এখনই প্রস্তুতির সময়। অশুচি কোনো পুরুষ বা নারীর কপালে কখনোই ঈশ্বরের সীল বসানো হবে না। উচ্চাভিলাষী, জগতপ্রেমী কোনো পুরুষ বা নারীর কপালেও তা কখনোই বসানো হবে না। মিথ্যাভাষী বা প্রতারক হৃদয়ের পুরুষ বা নারীর কপালেও তা কখনোই বসানো হবে না। যারা সীল গ্রহণ করবে, তাদের সবাইকে ঈশ্বরের সামনে কলঙ্কহীন হতে হবে—স্বর্গের প্রার্থী। এগিয়ে চলো, আমার ভাই ও বোনেরা। এই সময়ে আমি কেবল সংক্ষেপে এসব বিষয়ে লিখতে পারি, কেবলমাত্র তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার দিকে। তোমরাই শাস্ত্র অনুসন্ধান করো, যাতে তোমরা বুঝতে পারো বর্তমান সময়ের ভয়াবহ গাম্ভীর্য।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ২১৬।

আগের অনুচ্ছেদটি হয়তো মনে করাতে পারে যে রবিবারের আইনের সময়েই সীলমোহর আরোপিত হয়, কিন্তু তা নয়। সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট করছেন যে রবিবারের আইন এক মহাসঙ্কট, এবং তিনি আরও স্পষ্টভাবে শেখান যে চরিত্র সংকটে প্রকাশ পায়, কিন্তু কখনোই সংকটে বিকশিত হয় না। সীলমোহর রবিবারের আইনের সময় আরোপিত—এই অর্থে যে তখন তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে; কারণ তখন যাদের সীল আছে, তাদের নিশানের মতো উঁচুতে তুলে ধরা হয়। সীলমোহর আরোপ স্বল্প এক সময়ে ঘটে, অনুগ্রহের সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে; এবং সব্বাথ পালনকারীদের জন্য অনুগ্রহের সময় রবিবারের আইনের সময়েই শেষ হয়। সীলমোহরকরণ শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, এবং তখন কেউই ঈশ্বরের সীল পাননি, কারণ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর পরবর্তী সময় যেমন দেখায়, প্রথমে একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া থাকা ছিল।

প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনে, যখন অন্তিম সময়ে সিলমোহর খোলা বার্তাকে শক্তি দিতে ঐশী প্রতীক অবতীর্ণ হয়, তখন একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যখন মিকায়েল অবতীর্ণ হয়ে কোরেশকে প্রথম ফরমান কার্যকর করতে অগ্রসর হতে শক্তি দিয়েছিলেন, তখন ইহুদিদের পরীক্ষা হয়েছিল—তারা গত সত্তর বছর যে বাড়িঘরে বাস করছিল তা ছেড়ে

ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে ফিরে গিয়ে সেটি পুনর্নির্মাণ করবে কি না। যখন খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হলেন, তখন ইহুদিদের মশীহ-বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। যখন প্রকাশিত বাক্য দশ অধ্যায়ের পরাক্রান্ত স্বর্গদূত ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট অবতীর্ণ হলেন, তখন সেই প্রজন্মের পরীক্ষা হয়েছিল—তারা ছোট পুস্তিকা খাবে কি না, এবং ছোট পুস্তিকা যা কিছু প্রতিনিধিত্ব করত, তা সবই গ্রহণ করবে কি না।

১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যার ফলে উপাসকদের দুই শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যে শ্রেণিটি মিষেশাবককে অনুসরণ করে অভিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিল, তারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মধ্যে থাকার প্রার্থী ছিল। সেই প্রজন্মের, যারা পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছিল লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের "সাত গুণ" বিষয়ে বর্ধিত আলোর আগমনের সঙ্গে। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত, লাওদিকীয় বার্তা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে শুরু হওয়া সময়কালের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সময়পর্বকে চিহ্নিত করেছিল। ঐ সময়কাল দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ১৩ থেকে ১৫ পদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

আমরা এই অধ্যয়নটি পরবর্তী প্রবন্ধে অব্যাহত রাখব।

> 'আদিতে বাক্য ছিল, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিল। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সবকিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে; এবং তাঁকে ছাড়া যে-কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তেমন কিছুই সৃষ্টি হয়নি। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; এবং সেই জীবন ছিল মানুষের আলো। আর সেই আলো অন্ধকারে জ্বলে; কিন্তু অন্ধকার তা গ্রহণ করেনি।' 'আর বাক্য দেহে ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন, (আর আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, পিতার একমাত্রজাতের মহিমার মতো,) অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।' (যোহন ১:১-৫, ১৪)
>
> এই অধ্যায়ে খ্রিস্টের কাজের চরিত্র ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবনকারী হিসেবে যোহন সমস্ত ক্ষমতা খ্রিস্টের প্রতি আরোপ করেন এবং তাঁর মহত্ত্ব ও মহিমার কথা বলেন। তিনি সূর্যালোকের ন্যায় মহামূল্য সত্যের দিব্য রশ্মি বিচ্ছুরিত করেন। তিনি খ্রিস্টকে ঈশ্বর ও মানবতার মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ হিসেবে উপস্থাপন করেন।
>
> মানব দেহে খ্রিস্টের দেহধারণ-সংক্রান্ত শিক্ষাটি এক রহস্য, 'যে রহস্য যুগে যুগে ও প্রজন্মে প্রজন্মে লুক্কায়িত ছিল' (কলসীয় ১:২৬)। এটি ঈশ্বরভক্তির মহান ও গভীর রহস্য। 'বাক্য দেহে ধারণ করলেন এবং আমাদের মাঝে বাস করলেন' (যোহন ১:১৪)। খ্রিস্ট নিজে মানবীয় স্বভাব গ্রহণ করলেন, যা তাঁর স্বর্গীয় স্বভাবের তুলনায় নিম্নতর। ঈশ্বরের আশ্চর্য আত্মনমনের এমন প্রকাশ আর কিছুতে নেই। ঈশ্বর 'এতই জগৎকে ভালবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন' (যোহন ৩:১৬)। যোহন এই আশ্চর্য বিষয়টি এমন সরলতায় উপস্থাপন করেন যে, সকলেই উপস্থাপিত ভাবগুলি বুঝতে পারে এবং আলোকিত হয়।
>
> খ্রিস্ট মানব স্বভাব গ্রহণ করার ভান করেননি; তিনি সত্যিই তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাস্তব অর্থেই মানব স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। 'যেহেতু সন্তানরা মাংস ও রক্তের অংশীদার, তিনিও নিজে তদ্রূপ সেই একইতে অংশ গ্রহণ করলেন' (ইব্রীয় ২:১৪)। তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র; মানব বংশধারার দিক থেকে তিনি দাউদের বংশধর ছিলেন। তাঁকে মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে—অর্থাৎ মানুষ খ্রিস্ট যীশু। 'এই ব্যক্তি,' লিখেন পৌল, 'মূসার চেয়ে অধিক মহিমার যোগ্য গণ্য হলেন, কারণ যে ঘর নির্মাণ করেছে, তার সম্মান

ঘরের চেয়ে বেশি’ (ইব্রীয় ৩:৩)।

কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যেমন খ্রিস্টের এই পৃথিবীতে অবস্থানের সময় তাঁর মানবত্ব সম্পর্কে বলে, তেমনি তা তাঁর পূর্বঅস্তিত্ব সম্পর্কেও দৃঢ়ভাবে কথা বলে। বাক্য একজন দিব্য সত্তা হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের চিরন্তন পুত্র রূপে, তাঁর পিতার সঙ্গে ঐক্য ও একত্বে। অনাদি কাল হতেই তিনি ছিলেন চুক্তির মধ্যস্থ, যাঁর মধ্যে পৃথিবীর সব জাতি—ইহুদি ও অন্যজাতি—তাঁকে গ্রহণ করলে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হতো। "বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্য ছিলেন ঈশ্বর" (যোহন ১:১)। মানুষ বা স্বর্গদূত সৃষ্টি হওয়ার আগেই, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং ঈশ্বর ছিলেন।

জগৎ তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, 'তাঁকে ছাড়া সৃষ্টি হওয়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি' (John 1:3)। যদি খ্রিস্ট সবকিছু সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি সবকিছুর পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। এই বিষয়ে বলা কথাগুলি এতটাই সুনির্দিষ্ট যে কারও মনে কোনো সন্দেহে থাকা উচিত নয়। খ্রিস্ট স্বভাবতই ঈশ্বর ছিলেন, এবং সর্বোচ্চ অর্থে। তিনি অনন্তকাল থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, সকলের ঊর্ধ্বে ঈশ্বর, চিরকাল ধন্য।

প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক পুত্র, অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ছিলেন—একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তথাপি পিতার সঙ্গে এক। তিনি ছিলেন স্বর্গের অতুল মহিমা। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় বুদ্ধিমান সত্তাদের অধিনায়ক, এবং স্বর্গদূতদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তিনি তাঁর ন্যায্য অধিকাররূপে গ্রহণ করতেন। এটি ঈশ্বরের কোনো অধিকার হরণ ছিল না। ‘প্রভু তাঁর পথের শুরুতে আমাকে অধিকার করেছিলেন,’ তিনি ঘোষণা করেন, ‘তাঁর প্রাচীন কাজসমূহের পূর্বে। অনাদি কাল থেকে, আদিতে, পৃথিবী হওয়ার আগেই আমাকে স্থাপন করা হয়েছিল। যখন কোনো অতল ছিল না, তখন আমাকে জন্ম দেওয়া হয়; যখন জল-বহুল কোনো উৎসও ছিল না। পর্বতসমূহ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে, পাহাড়গুলোরও আগেই আমাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল; যখনও তিনি পৃথিবী, ক্ষেতসমূহ, কিংবা পৃথিবীর ধূলোর সর্বোচ্চ অংশও সৃষ্টি করেননি। তিনি যখন আকাশ প্রস্তুত করলেন, আমি সেখানে ছিলাম; যখন তিনি গভীরের পৃষ্ঠে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করলেন’ (হিতোপদেশ ৮:২২–২৭)।

"জগতের ভিত্তি স্থাপনের আগে খ্রিস্ট পিতার সঙ্গে এক ছিলেন—এই সত্যে আলো ও মহিমা আছে। এটি অন্ধকার স্থানে জ্বলে ওঠা আলো, যা সেই স্থানকে দিব্য, আদিম মহিমায় দীপ্তিময় করে তোলে। এই সত্য নিজেই অসীম রহস্যময়, তবুও এটি অন্যান্য রহস্যময় এবং নচেৎ ব্যাখ্যাতীত সত্যগুলোকেও ব্যাখ্যা করে, আর এটি আলোর মধ্যে পবিত্রীকৃত—অগম্য ও অনুধাবনাতীত।" নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ১, ২৪৬-২৪৮।